بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০৭/০২ | সোমবার, ২৮ রজব, ১৪৪১ হিজরী | ২৩/০৩/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

এই বিপদকালীন সময়ে আল্লাহ্'র উপর ভরসা রাখুন ও তাঁর করুণা অনুসন্ধান করুন, এবং আল্লাহ্'র আনুগত্যের দিকে দ্রুত ধাবিত হন

বাংলাদেশ এই মুহূর্তে এক মহাবিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিনই "নভেল করোনা ভাইরাস"-এ আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনগণের মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। সরকারের চরম উদাসীনতা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসহ দেশের সচেতন নাগরিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে, কারণ গত ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে ভাইরাসটি সনাক্তের পর বাংলাদেশ সরকার ২ মাসেরও অধিক সময় পাওয়া সত্ত্বেও ভাইরাসটির মহামারি রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং জনগণকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে মুজিববর্ষ উদযাপনের তামাশা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আর এখন দেশের নাজুক স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ঘাটতি, রোগ নির্ণয়ের কীটের স্বল্পতা, এবং ভ্রমণ ইতিহাসের তথ্য জানা ও প্রতিবেদন দাখিলের অকার্যকর অবস্থার মধ্যেও নির্লজ্জ এই সরকার বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা ও ভয়াবহতা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে; শুধু তাই নয়, নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে ভয়-ভীতির প্রয়োগের মাধ্যমে আক্রান্ত ও মৃত্যের সংখ্যা গোপন রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এই মারাত্মক মহামারীর বিস্তার রোধে বর্তমান সরকারের এই দূর্বল প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে, আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর** / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু আন্তরিক উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করতে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

প্রথমত, এরকম কঠিন সময়ে আমাদের কোনভাবেই আতঙ্কগ্রস্ত ও ভীতসন্ত্রস্ত হলে চলবে না, বরং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে এই মহামারী হচ্ছে আল্লাহ্ আয ওয়া যাল-এর পক্ষ থেকে পরীক্ষা, যা আমাদেরকে ধৈর্য্য সহকারে মোকাবেলা করতে হবে এবং বেশী বেশী করে আল্লাহ্'কে স্মরণ করতে হবে। আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ) বলেছেন: *"মু'মিনের বিষয়টি কতইনা চমৎকার; সবকিছুতেই তার জন্য কল্যাণ বিদ্যমান এবং এটি শুধুমাত্র মু'মিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি সে সাফল্য লাভ করে তবে আল্লাহ্'র নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এবং এটি তার জন্য কল্যাণকর; এবং যদি তার উপর কোন বালা-মুসিবত আপতিত হয় তবে সে ধৈর্য্য সহকারে তা মোকাবেলা করে এবং এটা তার জন্য আরও কল্যাণকর।"* [সহীহ্ মুসলিম]।

তাছাড়া ভাইরাসের এই মহাপ্রাদুর্ভাব হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বসহ আমাদের সবার জন্য এক কঠিন সতর্কবার্তা যে, আমাদের আর্থিক অবস্থান কিংবা চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা যতই শক্তিশালী হোক না কেন আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সামনে কতইনা দূর্বল! সুতরাং, এখনই সময় আল্লাহ্'র নৈকট্য লাভের চেষ্টায় মগ্ন হওয়ার, নিজেদের গুনাহের জন্য তওবা করার এবং আল্লাহ্'র আনুগত্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার।

দ্বিতীয়ত, কাফির-মুশরিকদের ন্যায় স্বার্থপরের মত আচরণ করা যাবে না। অতিরিক্ত পণ্য মজুত করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সঙ্কট সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সঙ্কট মোকাবেলায় দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে এবং একে অন্যকে সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে আমরা মুসলিম, আমাদেরকে মানবজাতির জন্য উদাহরণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে উত্তম জাতি করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হয়ে থাকো"** [সূরা আল-বাকারাহ্: ১৪৩]।

তৃতীয়ত, করোনার ভয়ে আতঙ্কিত না হয়ে আল্লাহ্'র উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) রাখতে হবে এবং ধৈর্য্যধারণ করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, হায়াত-মউত-রিযিক আল্লাহ্'র হাতে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"কোন আত্মা কখনও মৃত্যুবরণ করতে পারে না আল্লাহ্'র অনুমতি ছাড়া এবং তার জন্য নির্ধারিত মেয়াদে"** [সূরা আলি-ইমরান:১৪৫]; **"জমিনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই কিন্তু যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্'র উপর"** [সূরা হুদ:৬] এবং **"আল্লাহ্ তা'আলা'ই তো রিযিক দাতা (আল-রাজ্জাক)"** [সূরা যারিয়াত: ৫৮]। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন, **"আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহ্'র উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত"** [সূরা আত-তওবা: ৫১]।

চতুর্থত, যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর তথ্য আসছে, আমাদের উচিত উক্ত এলাকাসমূহ ভ্রমনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা, এবং যদি সেখানে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার নিশ্চিত তথ্য থাকে তবে আমরা শারী'আহ্ বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী কোনভাবেই উক্ত এলাকা ভ্রমন করবো না, যেমনটি বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: *"মহামারী হচ্ছে একটি মহাবিপর্যয় (অথবা একটি শাস্তি) যা বনী ইসরাইলদের উপর আপতিত হয়েছে, অথবা তোমাদের পূর্ববর্তীদের*

উপর প্রেরণ করা হয়েছে। যদি তোমরা কোন এলাকায় এটির উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পাও, তবে সেখানে যেও না, এবং যদি এটি তোমাদের বসবাসরত এলাকায় হানা দেয়, তবে উক্ত স্থান ত্যাগ করো না, এটি হতে পালিয়ে যেও না" ।

সর্বোপরি, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"স্থলে ও জলে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে তা মানুষের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে।"** [সূরা রূম: ৪১]। যেদিন থেকে আমরা খিলাফত ব্যবস্থাকে হারিয়ে ফেলে মানবরচিত ব্যবস্থা দ্বারা শাসিত হয়ে আসছি সেদিন থেকে জমিনে আল্লাহ্'র রহমতও উঠে গেছে। আমরা শুধু মানবরচিত ব্যবস্থার জুলুম দ্বারাই নিষ্পেষিত হচ্ছি না, বরং একের পর এক মানবসৃষ্ট বিপর্যয় আমাদের উপর ধেয়ে আসছে। তাই খিলাফত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে জমিনে আল্লাহ্'র রহমত প্রতিষ্ঠায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে, রাসূলুল্লাহ্ বলেন: *"সুলতান (খলিফা) হচ্ছে জমিনে (পৃথিবীতে) আল্লাহ্'র ছায়া (রহমত)"* [আল-দারাকুতনি]।

খিলাফত রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র জনগণের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত করবে, রাষ্ট্র এটি লাভের আশায় না বরং জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার আবশ্যিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে তা পালন করবে। কুর'আন-সুন্নাহ্'র আলোকে **হিযবুত তাহ্রীর** প্রণীত খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ১৬২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী **"রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার রয়েছে জীবনসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার, এবং রাষ্ট্রের নিজেরও উচিত এসব গবেষণাগার গড়ে তোলা।"** সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারী উদ্যোগে করোনা পরীক্ষার কীট উদ্ভাবন, কম খরচে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন, ইত্যাদি আমাদের জানান দিচ্ছে, বাংলাদেশের মুসলিমরা অত্যন্ত মেধাবী ও প্রভিতা সম্পন্ন; শুধুমাত্র খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠাই এখন দরকার, যা আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য রহমতপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

*** وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ***

"আর যদি ঐ জনপদের লোকেরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম" [সূরা আল-আরাফ: ৯৬]।

হিযবুত তাহ্রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ